মুজিবনগরে ভাইকে খুঁজতে গিয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন বোন। আহত ছেলে

রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া ভাইকে খুঁজতে গিয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন নিলুফা ইয়াসমীন (৩৫) নামের এক গৃহবধু। এ দূর্ঘটনায় আহত হয়েছেন তার পুত্র আলগামন চালক হাসান (১৬)।

আজ শুক্রবার (১৩ মে) সকালের দিকে মেহেরপুর-মুজিবনগর প্রধান সড়কের গৌরীনগর কবরস্থানের নিকট এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত নিলফা মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের নাজিরাকোনা গ্রামের আনোয়ারুল ইসলামের মেয়ে এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর গ্রামের উসমান হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে নিহত নিলুফার ইয়াসমীনের ভাই আলামিন হোসেন পারিবারিক কলহের জের ধরে রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যাযন। তার ভাই কে খুঁজতে শুক্রবার ভোরে নিলুফা ও তার ছেলে হাসান নিজেদের স্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমনে করে মেহেরপুরে দিকে যাচ্ছিল। নসিমন চালাচ্ছিলেন তার ছেলে হাসান ।

মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের করে গৌরীনগর কবরস্থানের নিকট পৌছানো মাত্রই নছিমনটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায়। এতে মা ও ছেলে মারাত্বক আহত হযন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে নিলুফার অবস্থা আশকাজনক হওয়ায় তাকে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

দুর্ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদি রাসেল জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয় এবং লাশ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। তারা নিজেরাই দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে এবং পরিবারে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাদের সাথে লিখিত নিয়ে লাশ পরিবারের হেফাজতে দেওয়া হয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যের লাশ তার পিতার বাড়ি মুজিবনগর

উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের বরস্থানের বাদ জুম্মা দাফন করা হয়েছে।

গাংনীতে মোটরাসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল থেকে পড়ে শিশু আহত

গাংনী উপজেলার জুগিরগোফা সড়কের বানিয়াপুকুর কলেজের সামনের রাস্তায় মোটরাসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল থেকে রাস্তার উপর পড়ে রাসেল আহম্মেদ (১০) নামের এক শিশু মারাত্বক আহত হয়েছে।
অঅহত রাসেল আহম্মেদ গাংনী উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের সরোয়ার হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় কাষ্টদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র।
আজ শুক্রবার (১৩ মে) সকাল ৯ টার দিকে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে।

আহত রাসেল জানান, আমি নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে সাইকেল নিয়ে রাস্তায় একটু ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তার উপরে উঠতেই বানিয়াপুকুর গ্রামের যুবক আরিফ হোসেন দ্রুতগামী মোটরসাইকেল নিয়ে এসে ধাক্কা মারে। এসময় শিশু রাসেল তার বাইসাইকেল থেকে পড়ে যায়। মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু রাসেলের ডান হাতের মাসলের মাংস খুলে পড়ে যায়। রাসেল আহম্মেদের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান কর্মরত চিকিৎসক।

গাংনী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) সোহাগ আহম্মেদ জানান শিশুটির ডান হাতের মাসলের মাংস খসে গেছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনীতে রাস্তার পাশে গোবরের সার গাদা মোটরসাইকেলের চাঁকা পিচলে পড়ে স্কুল ছাত্র আহত

মানুষ চলাচলের রাস্তার পাশে সার গাদায় মোটরসাইকেলের চাকা উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপ্লব হোসেন (১৫) নামের এক স্কুল ছাত্র মারাত্বক আহত হয়েছে।
আহত বিপ্লব হোসেন গাংনী উপজেলার বানিয়াপুকুর গ্রামের আনেছ উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় জুগিরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেনীর ছাত্র।

আজ শুক্রবার (১৩ মে) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে এ দূর্ঘটনাটি ঘটে।

আহত বিপ্লব হোসেনের বাম পায়ের মালা উপড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন গাংনী হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) সোহাগ আহম্মেদ। বিপ্লব হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহত বিপ্লব হোসেন জানান, মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় উঠতে সামনে বিদ্যুৎচালিত পাখি ভ্যান দেখতে পাই। তাকে সাইড দিতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গরুর গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে গোবরের সার গাদার উপর মোটরসাইকেলের চাকা উঠে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে বাম হাটুর মালার উপরের মাংস খুলে পড়ে যায়। এছাড়া মালার হাড়ে ক্ষত হয়েছে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা নিয়ে আসে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

আহত বিপ্লব হোসেন জানান, মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় উঠতে সামনে বিদ্যুৎচালিত পাখি ভ্যান দেখতে পাই। তাকে সাইড দিতে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গরুর গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে গোবরের সার গাদার উপর মোটরসাইকেলের চাকা উঠে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর পড়ে গিয়ে বাম হাটুর মালার উপরের মাংস খুলে পড়ে যায়। এছাড়া মালার হাড়ে ক্ষত হয়েছে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা নিয়ে আসে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

ডা. সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠণ

সরকারী হাসপাতাল নয়, সিজার করার জন্য গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের মনোনীত ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার নির্দেশিত ক্লিনিকে না নেয়ায় রোগীর স্বজনদের উপর ক্ষিপ্ত হন এই গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট)। শুধু ক্ষিপ্তই হননি ডা. সোনিয়া আহমেদ। দিয়েছেন দেখে নেয়াসহ নানা ধরণে হুমকী।

২৫০ সয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ এনে তত্বাবধায়ক বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন মোছা: খালেদা নামের এক প্রসূতি রোগীর স্বামী মো: হালিম নামের ভূক্তভোগী।
এঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৫০ সয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার আশিষ দেবনাথকে প্রধান করে গঠিত তিন সদস্যের কমিটিতে রয়েছেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মোখলেচুর রহমান ও ডাক্তার শান্তনা (এনেস্থসিয়া)।

আগামী শনিবার থেকে এ তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে করে ৭ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মো: হাসিবুস সাত্তার। এছাড়া ভূক্তভোগীর অভিযোগপত্রটি বিভাগীয় দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের অনুলিপি মেহেরপুর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জনকেও দিয়েছেন অভিযোগকারী মো: হালিম।

অভিযোগকারী মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মো: হালিম জানান, আমার সন্তান সম্ভাবা স্ত্রী মোছা: খালেদাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. সোনিয়া আহমেদের কাছে দেখানো হয়। ডা. সোনিয়া আহমেদ আমার স্ত্রী দেখার পর তার তত্ত্বাবধানে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে সিজার করার

পরামর্শ দেন। আমি অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল হওয়ায় তার নির্দেশিত ক্লিনিকে না গিয়ে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালেই সিজার করার জন্য নিয়ে যায়।

সেখানে চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালের নিয়ম মেনে গাইনি বিশেষজ্ঞ ডা. সোনিয়া আহমেদকে দিয়ে আমার স্ত্রী সিজারিয়ান অপারেশন করানো হয়। অপারেশন থিয়েটারে ঢোকার আগেই ডা. সোনিয়া আহমেদ আমাদের হুমকি দিয়ে বলে, তোদের দেখে নেব, তোরা ওপরে ফোন দিয়ে আমাকে দিয়ে জোর করে হাসপাতালে সিজার করাচ্ছিস। আমি যে সিজার করাতে বললাম সেখানে করলি না, বাড়ি যা বুঝতে পারবি। সিজারের কিছুদিন পর থেকেই আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। পরে ডা. সোনিয়া আহমেদের কাছে পুনরায় নিয়ে গেলে ১৪ মার্চ তিনি আবারও হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে নেন। সিজারের স্থানে ইনফেকশন হয়েছে বলে জানান তিনি। পরে আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে পুনরায় অপারেশন করেন।দ্বিতীয়বার অপারেশন করার পর সেলাই না করে ১২ দিন হাসপাতালে রাখেন ডাক্তার সোনিয়া। আমাদের রোগীকে দেখার জন্য তাকে বারবার অনুরোধ করলেও দেখতে দেইনি সে। রোগীকে সেলাই না দিয়েই ফেলে রাখে তাকে। আমরা রোগীকে আল্ট্রাসনো করতে চাইলেও সে তা করতে দেইনি আমাদের। রোগীকে ছাড়পত্রও দেননি তিনি। অপারেশনের ১২দিন পর সেলাই করেন ডাক্তার সোনিয়া।

হালিম আরো অভিযোগ করে বলেন, যন্ত্রণায় কাতর রোগী খালেদা জানান, সিজার করার এক সপ্তাহ পর থেকে শুরু হয়েছে পেটে জ্বালা- যন্ত্রণা। আমি অসহায় দিন মজুর। এখন আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করাতে পারছিনা। তিনি এই অর্থলোভি গাইনি বিশেষজ্ঞ সোনিয়া আহমেদের বিচার দাবী করেন।

এ ব্যাপারে অভিযুক্ত গাইনী ও প্রসূতি (কনসালটেন্ট) ডা. সোনিয়া আহমেদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার এ্যাসিষ্টেন্ট পরিচয় দিয়ে জিনারুল ইসলাম জানান, ম্যাডাম এখন রোগী দেখছেন। ১০ মিনিট পরে কথা বলেন। ১০ মিনিট পর একাধিকবার কল দিলেও ডাক্তার সোনিয়া আহামেদের ফোন রিসিভ হয়নি।

দামুড়হুদায় নবাগত ইউএনও, সানজিদা বেগমের যোগদান

দামুড়হুদায় নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার বৃহস্পতিবার ১০টা সময় যোগদান করেছেন। সদ্য বিদায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাসলিমা আক্তার বদলি জনিত কারণে খুলনা বিভাগের এআরপিএটিছি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদানের পূর্বে বাগেরহাট জেলা ফকিরহাট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ৩১ তম বিসিএসে প্রশাসনে যোগদান করেন।

বৃহস্পতিবার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম নিজ কার্যালয়ে পৌঁছালে উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করেন।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন,ভূমি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনকে গতিশীল করতে ন্যায়, স্বচ্চতা ও সততার সাথে হয়রানিমুক্ত সর্বোচ্চ সেবাদেবার চেষ্টা করবো অফিসার তার দায়িত্ব পালনে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গাংনীর সাহেবনগরে বড় ভাইয়ের হামলায় ছোট ভাই জখম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামে পাওনা টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে বড় ভাই ও তার প্রবাস ফেরত ছেলের বল্লমের (ফলার) আঘাতে ছোট ভাই আবুল বাসার ওরফে বিশু মালিথা মারাত্নক জখম হয়েছে।

গুরুতর আহত বিশু মালিথা সাহেবনগর গ্রামের হাইস্কুল পাড়ার মৃত রেজাউল হক মালিথার ছেলে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সাহেবনগর

গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। বিশু মালিথা

স্থানীয়রা জানান, বিশু তার বড় বল্টু মালিথার ছেলে বিজয় আলীকে বিদেশ যাওয়ার সময় ধার হিসাবে টাকা দিয়েছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে ওই পাওনা টাকা বল্টুর সাথে চাইতে গিয়ে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে যান বিশু।

এক পর্যায়ে বল্টুর স্ত্রীর সাথে হাতাহাতি হয় বিশুর। সম্প্রতি বল্টুর ছেলে বিজয় আলী বাড়ি ফেরেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বল্টু ও তার ছেলে প্রবাস ফেরত বিজয় প্রতিশোধ নিতে বিশুর সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন।

এসময় পাশে থাকা হাসুয়া দিয়ে বল্টু ও তার ছেলে বিজয় ফলা দিয়ে আঘাত করে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়। এসময় তার শারীরিক অবস্থা মুমূর্ষ হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,খবর পেয়ে পুলিশের একটিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে । অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে হুইল চেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন তহবিল (২০২১-২২) অর্থবছরে অসহায় ও পঙ্গুদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ আলম হুসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১নং ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক আহমেদ, ২নং ওয়ার্ডের সদস্য ফুলচাঁদ আলী, ৩নং ওয়ার্ডের সদস্য আজিজুল ইসলাম, ৪নং ওয়ার্ডের সদস্য হেলাল উদ্দিন, ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য আলিউল আজিম শাহিন, ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য মহিবুল ইসলাম, ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য মহন আলী, ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য সাইদুল ইসলাম, ৯ নং ওয়ার্ডের

সদস্য রেজাউল ইসলাম। এছাড়াও সংরক্ষিত নারী সদস্য রেখা খাতুন, মনোয়ারা বেগম, নার্গীস আক্তার সহ বিভিন্ন মহলের ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিয়নের ৮ জন অসহায় ও পঙ্গু পরিবারের মাঝে উক্ত হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

কোটচাঁদপুরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে খাদ্য গোডাউনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাঈমুল হাসান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় মেইন বাসষ্টান্ড খাদ্য গোডাউনে এ বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় নবাগত কর্মকর্তা মোঃ ওয়াহেজুর রহমান খানকে বরণ করা হয়। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ও পৌর কাউন্সিলর জাহিদ হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মিল মালিক সমিতির সভাপতি রজেদুল ইসলাম রাজা, সাংবাদিক কামাল হাওলাদার, ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম প্রমূখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক এসএম রায়হান উদ্দীন, মঈন উদ্দিন, সুব্রত কুমার, খাদ্য গোডাউন ও খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ ডিলার,মিলার ও খাদ্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য খাদ্য গোডাউনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাঈমুল হাসান মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ২০১৮ সালে কোটচাঁদপুরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন।

এসময় তিনি খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবারাহ ও বিপণন বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা

রাখেন, এবং নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বদলীজনিত কারনে তিনি কালিগঞ্জ উপজেলার দায়িত্ব পালন করবেন।

আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতা হত্যা মামলার ৪ আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় বিএনপি নেতা ঠিকাদার কামাল হোসেন হত্যা মামলার ৪ আসামীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোম্পানী কমান্ডার মেজর মোহাম্মদ শরীফুল আহসান।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ বাজারে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে এই চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত অন্যতম পলাতক আসামী রফিক আলী (৫০), বিমান আলী (৫১), তরিকুল ইসলাম (৩৮) ও সাজ্জাদুর ইসলাম স্বপনকে (৪৭) গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

র্যাব কমান্ডার জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদের আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হবে। পলাতক প্রধান আসামী স্বাধীনসহ অন্য আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সোমবার দিনগত রাত ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ গ্রামের ক্লিনিকপাড়ায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কামাল হোসেন নামে এক বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়।

পরে মঙ্গলবার রাতে বাদী হয়ে স্বাধীন আলীকে প্রধান আসামী করে ১১ জনের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের স্ত্রী সেলিনা আক্তার। ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে র্যাব। পরে আসামীদের চিহিৃত করে তাদের গ্রেফতারে ছায়াতদন্ত শুরু করে র্যাব।

কোটচাঁদপুরে স্বর্ণের দোকান ভবনের দেয়াল কেটে স্বর্ণালঙ্কার চুরি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভবনের দেয়াল কেটে একটি স্বর্ণের দোকানে দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার দিবাগত রাতে পৌর শহরের মেইন বাজারের (পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সড়কের) পলাশ জুয়েলার্সে দূর্ধষ চুরির এ ঘটনা ঘটে। চুরির ঘটনায় নগদ অর্থসহ ৬ থেকে ৭ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের স্বর্ণ নিয়েছে বলে দাবি করেন, জুয়েলার্স দোকান মালিক পলাশ কর্মকার। জুয়েলার্স দোকান মালিক পলাশ কর্মকার জানান, বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যায়। সকালে পাশের দোকানের ফুসকা হাউজের মালিক শাহিন ফোন করে দোকানে চুরির খবর দেন।
চোরেরা প্রথমে ফুসকা হাউজের দোকানের দেয়াল কাটে। পরে আমার স্বর্ণের দোকানের দেয়াল কেটে ভিতরে প্রবেশ করে।
দোকানের সিন্ধুক ভেঙ্গে সাড়ে ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে বলে জানান তিনি।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন, জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিটের সদস্যসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা।
চুরির ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দায়িত্বরত নৈশ প্রহরী বজলুর রহমানকে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন জানান, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে দোকানের দেয়াল কেটে চুরির ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে।
তবে এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় এখনও কোন অভিযোগ বা মামলা হয়নি।